মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারি/নার্সারি/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯৬৩ সালে সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি সাতক্ষীরা জেলাধীন সদর উপজেলার সার্কিট হাউজ সংলগ্ন সাতক্ষীরা- যশোর মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। মোট ৯.২৪ একর আয়তন বিশিষ্ট কেন্দ্রটিতে মোট ১১ টি পুকুর আছে তন্মধ্যে ৩টি মিনি পুকুর ও ৮ টি নার্সারি ও মজুদ পুকুর। পুকুরের মোট আয়তন ৩.২৫ একর এবং জলায়তন ২.১০ একর । খামারে বিদ্যমান পুকুর গুলিতে ৫-৬ মাস পানি থাকে এবং তলদেশে বেলে মাটির পরিমান বেশী থাকায় শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে পানি দিয়েও পুকুরগুলিতে প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সাতক্ষীরা জেলায় গভীর নলকূপের পানিতে আয়রনসহ বিবিধ ভারি ধাতব পদার্থের পরিমান মাত্রাতিরিক্ত থাকায় বিদ্যমান কার্প হ্যাচারি পরিচালনা করা যায় না এবং হ্যাচারি প্রতিষ্ঠানকাল থেকে কখনও উৎপাদন কর্যক্রম করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান খামারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা প্রতিপালনের মাধ্যমে গুনগত ও মান সম্পন্ন পোনা মৎস্য চাষীদের সরবরাহ করা হয়। মৎস্য চাষি সহ সংযোগ চাষীদের আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য চাষ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়।

বর্তমানে খামারটির অবকাঠামোগত অবস্থা খুবই নাজুক। খামারটির চারিদিকের সীমানা প্রাচীর নিচু হওয়ার ফলে প্রচারী টপকিয়ে প্রায়শই খামারটিতে টাউট বাটপার ও দুস্কৃতিকারীদের আগমন ঘটে। খামারটির দ্বিতল অফিস কাম ডরমেটরি ভবন সম্পূর্ণ অকেজো। এছাড়া গাছপালার ছায়া এবং অতিরিক্ত পাতা (বিশেষ করে মেহগনি গাছের পাতা) পড়ার কারণে উৎপাদন মারাত্বকভাবে ব্যহত হয়।

খামারে উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্টভাবে চালানো সহ খামারটির পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন ক্ষমতায় আনতে হলে অফিস ভবনের পাশাপাশি ইন্সপেকশন রুম, পাম্প হাউজ মেরামত/ সংস্কার, সীমানা প্রাচীর সংস্কার, পুকুর গুলোতে পানি সরবরাহ লাইন মেরামত/ সংস্কার, খামারে বিদ্যুতায়ন, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ এবং গাছপালা পরিস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের মাছ ও অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে নাইট গার্ড নিয়োগ প্রয়োজন।